খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২
বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961
25, ফার্ন রোড, কলকাতা - 700 019. ফোন ঃ 65100696
e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
সভাপতি ঃ তুষারকান্তি তালুকদার '৫৬ সম্পাদক ঃ রজত ঘোষ '৮৫
RNI No. WBBEN/2010/32438
Regd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013
• Vol. 3 • Issue : 4 • 15 April, 2012 •
Price Rs. 2/-

বৈশাখী বৈঠক

বাংলা নববর্ষ অর্থাৎ পয়লা বৈশাখকে আমন্ত্রণ জানাতে প্রতি বছরের মতো এ বছর অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন স্কুল প্রাঙ্গণে বৈশাখী বৈঠকের আয়োজন করেছে মাসের শেষ রবিবার অর্থাৎ ২৯শে এপ্রিল সন্ধ্যা ৬-৩০টায়। আপনাদের সকলের উপস্থিতি আমাদের কাম্য।

প্রসঙ্গ : খেয়া

আমাদের অর্থাৎ প্রাক্তনীদের মতামত আদানপ্রদানের প্রশস্ত ক্ষেত্র এই 'খেয়া'। দীর্ঘদিনের খেয়া চলাচলে উঠে এসেছে নানান প্রসঙ্গ। জানুয়ারি সংখ্যার অর্থাৎ বর্ণময় খেয়া-র ভালোলাগাটাও উৎসারিত হয়েছে সর্বত্র। আপনারা জানেন যে এখন প্রতিটি খেয়াই কোনো না কোনো প্রাক্তনী-র অনুদানে মুদ্রিত হয়। আগামী একটা সংখ্যা আপনারও সৌজন্যে মুদ্রিত হোক—একথা আপনিও হয়তো ভাবছেন। আপনার ভাবনাচিন্তা আমাদের জানাতে ৯৮৩০৫৭৯২৩০-তে ফোন বা SMS করবেন।

প্রাসঙ্গিকভাবে জানিয়ে রাখি খেয়া প্রতিমাসের ২০/২১ তারিখে জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে পোস্ট করা হয়। সুতরাং ১০দিনেই তা পাওয়া উচিত, না পেলে আমাদের 'খেয়া' উপসমিতিকে জানান e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com। Mob. : sms-9830579230। এক্ষেত্রে আপনার পুরো ঠিকানাটা আমাদের জানাবেন।

পুনর্মিলন উৎসবের দু'দিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি DVD-বন্দি করা হয়েছে। বেশ কিছু মুহূর্ত যা আমাদের সকলের দৃষ্টিগোচর না হলেও DVD-তে ধরা পড়েছে। সুতরাং দেখা এবং না-দেখা মুহূর্তগুলোকে আবার সপরিবারে বা সবান্ধবে উপভোগ করতে এই DVD হবে রসদ পুরোনো বন্ধু বা স্কুল-আত্মীয়দের ছোট্ট গিফট বা স্মারক হিসেবে এটি অমূল্য হয়ে উঠতে পারে। তাই প্রাক্-শতবর্ষে স্মরণীয় মুহূর্তগুলো আপনার স্মরণে রাখতে সংগ্রহ করুন এই DVDটি যার বিনিময় মূল্য ৫০টাকা মাত্র।

যোগাযোগ—রজত ঘোষ
৯৮৩০৫৭৯২৩০

এই সংখ্যাটি দীপাঞ্জন বসু (১৯৬৪)-র সৌজন্যে মুদ্রিত।

১১-১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২—প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন

হরিশ সাধুখাঁ (২০০৯) ও দেবদত্ত সিংহ ('৬৯)

আবার সেই স্কুলের প্রাঙ্গণ। আবার সেই আলোঝলমল মায়াবী সন্ধ্যার হাতছানি কিংবা ঈষৎ বসন্তের তাপস্নিগ্ধ রোদ্দুরের আভা, তার মধ্যে কখনওবা বয়ে চলেছে হালকা দখিনা বাতাস। সে যেন কবেকার স্মৃতিকে বয়ে নিয়ে চলে। মনে করায়, এ জায়গা ছিল আমার, ওর, তার, আমাদের সকলের। আমরা বারবারের মতন আবার এসেছি দু'দিনের তরে। আমরাও নবীন থেকে প্রবীণ, প্রবীণ থেকে প্রাচীন হচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আবারও ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছি শতবর্ষের দিকে। কোনো নার্ভাস নাইনটির ইতস্ততবোধ নয় কোনো ছক্কা মারার তাড়াহুড়ো নয়, ধীরেসুস্থে খুচরো বল খেলে খুচরো রান নিয়ে জীবনকে সচল রেখে অপ্রতিহত গতিতে তার এতদিনের সংসার নিয়ে বিনা ক্লেশে এগিয়ে চলেছে আর আমরা, বছরের এই সময়ে এসে বসি এখানে — যতদিন যায়, বছরের ব্যবধান কমে আসে। ৫৬-র দাদার সঙ্গে ৬৯-এর ভাইয়ের চলে অনায়াস, অনাবিল কথোপকথন, পরিচয় পরে এই সংস্থাতেই, কিন্তু তাতে কী, বন্ধুত্ব গভীরতায় নিষিক্ত, নিবিড়তায় আচ্ছন্ন। সেই জায়গাতে এ বছরের ফেব্রুয়ারির গোড়াতে আমরা দুদিন এলাম। ১১ তারিখ বিকেল থেকে সন্ধ্যা কাটিয়ে আর ১২ তারিখ সকালের একটু বেলা করে দুপুর কাটিয়ে গেলাম। সবাই যে সবার পুরনো সহপাঠীকে খুঁজে পেলাম তা নয়। কিন্তু দেখা মুখের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টাটা চলতেই থাকল মাঝে মাঝে যেন মনে হয় চিনি তাহারে। ১১ তারিখ অনুষ্ঠানের শুরু হল। ১৯৩৬ সালের ম্যাট্রিক পাস-করা বিজন চট্টোপাধ্যায় শুরু করলেন প্রদীপ জ্বালিয়ে। তারপরে ধাপে ধাপে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন তুষারকান্তি তালুকদার, রাজা মিত্র, তপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরি। এরপরে ৯৩ বছরের যুবক বিজন চট্টোপাধ্যায় চশমা ছাড়া স্টেজের আলোয় স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন।

এরপরে শুরু হল গানের অনুষ্ঠান। 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই', মা সরস্বতীর আবাহন দিয়ে শুরু। অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান, তরুণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, বয়সে নবীন কিন্তু গান ধরেছে মূলত প্রবীণদের জন্য। কার গান নয়? আমাদের 'মেটিরিয়া মেডিকার কাব্য' থেকে 'মন আমার কেমন কেমন করে' বাংলার জনপ্রিয় সেইসব শিল্পীদের গান, যেসব গান শুনে আমরা বড়ো হয়েছি এখনও মনে তার কথা, সুর বাজে। গত কয়েক বছরের অনুষ্ঠানের মতোই মাতালো তার গানের শৈলী, ঝংকার। পরিশেষে সে নবীনদের জন্যও নবীনগান গাইল। এবং অনায়াস, অনবদ্যভাবে গানের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল, কৈশোরকাল আর স্কুল সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। এর মধ্যেই কে যেন কাকে ডাকছে, "এই, তুই ধ্রুব না?" বা "আরে, প্রশান্ত মনে হচ্ছে!" সাদা মাথা, সাদা গোঁফের মধ্যে হাসির প্রতিফলন মুহূর্তে চিনিয়ে দেয় ছোটোবেলার সেই ধ্রুব, সেই প্রশান্ত। এটাই তো পাওনা, এটা পেতেই তো আমার আর তার সঙ্গে যদি থাকে অনবরত চা, মাঝেমাঝে ভেজিটেবিল চপ, তাহলে? এতেই শেষ নয়, বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাতে বই, স্মারক, আনন্দের এখানেই শেষ নয়। এতে মনপ্রাণ উদ্বেলিত হয়, আমাদের বাউলমন জেগে ওঠে। আমাদের হৃদয় এর তালে তালে নাচতে থাকে। আর মঞ্চে এসে উপস্থিত হন বাউলসম্রাট পূর্ণদাস বাউলের সুযোগ্য পুত্র দিব্যেন্দু দাস। আমাদের

স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। সঙ্গে তার বাউল বাহিনী, আর মধ্যে আসেন তারক দাস ও আরও অনেকে। সে গানের কী আকুতি, কী তার ছন্দ, প্রাক্তনীদের মাতিয়ে তুলল সেই বাউল গান। বাঁশির মূর্ছনায় নবনী দাস (ক্ষ্যাপা বাউল)-এর গান 'ও আমার একলা নিতাই' দিয়ে শুরু হল গান তারপর আসলনকল শাসনের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা বাউল মনকে। 'গোলেমালে' দিয়ে শেষ মনোরম অনুষ্ঠান। গানের সুরকে সঙ্গে নিয়ে মাঠ ছাড়লাম রাত্তিরে, পরেরদিন সকালবেলার আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ১২ তারিখে আবার আমরা মিলিত হতে শুরু করলাম। বেলা বাড়তে বাড়তে ঝকঝকে প্রাক্তনী মুখগুলো স্মৃতি দোরগোড়ায় জড়ো হতে থাকল। রবিবারের অরুণের আলসেমি ছেড়ে সবাই তখন লালগেট পেরিয়ে সারস্বত প্রতিষ্ঠানে। তাদের মধ্যে উপস্থিত স্বনামধন্য সম্প্রতি সদ্য নিযুক্ত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. চিন্ময় গুহ (১৯৭৫)। তাঁর গুণমুগ্ধতায় অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী তুষারকান্তি তালুকদার (১৯৫৬), স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক শ্রী বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন উপাচার্য দিলীপ কুমার সিন্‌হা (১৯৫৩) পঞ্চমুখ। তুষারদা বলেন, চিন্ময় গুহ-র কৃতিত্বের কথা তাঁর কাজটা ঘিরে ফরাসি সাহিত্য ঘিরে। বুদ্ধদেববাবু আলোকপাত করেন চিন্ময়দার অর্জিত পরিচিতিগুলোকে। চিন্ময়দাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হলে ওঁনার ভাষ্যে ধরা পড়ে নবীনের চোখে সেই দুষ্টুমি, শ্রদ্ধা, সুখমিশ্রিত রঙিন দিনগুলোর কথা, যেখানে সবাই ইউনিফর্মে মোড়া। উনি বলে ওঠেন একের পর এক স্যারদের নাম যাঁরা আমাদের বড়ো মানুষ করে তোলার কাজে স্বেদাক্ত-কর্মী, আসেন চৈতন্য গঙ্গোপাধ্যায়, আসেন অধীরবাবু, অলোকবাবু, ভবতোষবাবুর কথা, যাঁরা হাল না ধরলে হয়তো শিখতে পারতাম না যতটা শিখেছি, একথা চিন্ময়দার বিদগ্ধ কণ্ঠে। তাঁর বক্তব্যের পর স্কুলের 'আত্মানাং বিদ্ধি' পতাকা উত্তোলনের পর্ব সম্পন্ন হয়।

সবার শেষে ৪৪নং ঘরে পঞ্চব্যঞ্জন, এবার "এসো বসো আহারে" এই মন্ত্রে। শেষে আইসক্রিমের বাটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হল প্রাক্তনী-রা। — এবার যাবার পালা। কিন্তু চলে যেতে যেতে মন বলে আমাদের আবার দেখা হবে শতবর্ষের এক নতুন ভোরে, আমরা সেই দিনের জন্য অপেক্ষায় রইলাম।

রমণীকুমার বসু (ক্যাপটেন স্যার)

(১৯০৭-১৯৬৪)

পূর্ববঙ্গের বরিশালে জন্ম সম্ভবত ১৯০৭ সালে। ছাত্রজীবনে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গেই খেলাধুলায় বিশেষত ফুটবল খেলায় বেশ নামডাক ছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীনতার আগেই কলকাতায় এসে একটি বড়ো ক্লাবে খেলতেন। সেই খেলার সুবাদেই প্রথম জীবনে পুলিসে চাকরি করেন। কিছুকাল সে চাকরি করলেও এককালে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মানবিকতায় ও আদর্শে আঘাত লাগলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই ইস্তফা দেন সরকারি চাকরিতে। সমাজকে গড়ে তুলতে দেশকে শিক্ষিত করতে জীবনধারণের জন্য বেছে নেন শিক্ষকের জীবন। গভীর অর্থ সংকটের মধ্যে থেকেও মনকে তিনি দারিদ্র্যের অনেক উপরে উন্নীত করেছিলেন। নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন ছাত্রদের সেবায়। তারই পুরস্কারস্বরূপ শিক্ষকতার প্রশস্ত রাজপথে তাঁর পদচারণা শুরু হয়। মানসিক তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ রমণীবাবু প্রথমে তীর্থপতি ইনসটিটিউশনে এবং পরে আমৃত্যু বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনে শিক্ষকতা শুরু করেন। থাকতেন রাসবিহারি মোড়ের কাছে নেপাল ভট্টাচার্য লেন-এ। তাঁর প্রিয় সাইকেলে চড়ে তিনি স্কুলে আসতেন। খেলাপ্রিয়, খেলোয়াড়মনস্ক রমণীবাবু অচিরেই ছাত্রদের প্রিয় 'ক্যাপ্টেন স্যার' হয়ে উঠলেন। বহু প্রাক্তনীর স্মৃতিমন্দিরে তাঁর আনাগোনা, ছাত্রজীবনে আদর্শ গঠনে তাঁর অবদান আজও ভাস্বর। তৎকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে তিনপুত্র এবং পাঁচ কন্যার পরিবারকে পালন করতে মাস্টারমশাইকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। তবুও তার মধ্যেই সময় করে বড়ো মেয়েকে নিয়ে ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনে নিয়মিত উপস্থিত থেকে উচ্চাঙ্গসংগীতে অবগাহন করতে দ্বিধা করেননি। দাবা খেলতেও ভীষণ ভালোবাসতেন। তিনি বলতেন 'Simple living and high thinking' যা তাঁর আদর্শের অঙ্গীভূত। তাঁর বহু প্রতিষ্ঠিত ছাত্রদের মনেও হয়তো এই বার্তা আজও উঁকি দেয়। খেলোয়াড়োচিত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ক্যাপটেন স্যার মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে ১৯৬৪ সালে স্কুলে কর্মরত অবস্থায় সেরিব্রাল স্ট্রোকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ক্যাপটেন স্যার সম্পর্কে আপনিও আপনার শ্রদ্ধার্ঘ্য সংযোজন করতে আমাদের দপ্তরে লিখে পাঠান। রমণীবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র ধ্রুবশেখর বসু-র (৯৮৩১২৫৩১৩৯) সঙ্গে আলাপচারিতার অনুসরণে লেখা। অনুলেখক - রজত ঘোষ '৮৫।

রাজা মিত্রের তথ্যচিত্র

৩১ মার্চ, ২০১২, শনিবার, সন্ধ্যা ৬টায়।
প্রেক্ষাগৃহ - জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন

মার্চ মাসের শেষ অর্থাৎ ৫ম শনিবার 'এ মাসের অনুষ্ঠান'এ দেখানো হল দু'টি তথ্যচিত্র। প্রথমটি A Story of Rintu এবং অপরটি Kalighat Paintings and Drawings। শারীরিক প্রতিবন্ধী এক কিশোর চিত্রশিল্পীর ছবি-আঁকার ইচ্ছা এবং শৈলী-আধারিত একটি তথ্যচিত্র। যে ছবিতে কিশোর-মনের নানান ভাবনা উদ্ভাসিত হয়েছে। দ্বিতীয় তথ্যচিত্রটি কালীঘাটের পেইন্টিংস ও ড্রইংস-কে আকর করে নির্মিত। 'কালীঘাট পট' বাঙালি তথা বাংলার শিল্পমহলে সবিশেষ সমাদৃত। অতি-প্রাচীন জনপদকে আর কালীঘাট গঙ্গাকে আশ্রয় করে বাণিজ্যিক কেন্দ্র করেই এই চিত্রশিল্পের বিন্যাস বা বিস্তার। তাই এই চিত্ররীতি বিষয় হিসেবে তৎকালীন সমাজজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। ৩৫ মিনিটের এই তথ্যচিত্রটি জাতীয় পুরস্কার, রজতকমল সহ BFJA-র পুরস্কার প্রাপ্ত। তথ্যচিত্রটি প্রদর্শনের পর অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি দিলীপকুমার সিংহ তথ্যচিত্র সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলেন। তারপর রাজা মিত্রকে পুষ্পার্ঘ্য ও স্মারক তুলে দেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তুষারকান্তি তালুকদার। প্রসঙ্গ ক্রমে উঠে আসে রাজা মিত্র'র আক্ষেপ যে, কাহিনিচিত্রের মতো তথ্যচিত্র সেভাবে প্রচার পায় না। এসব অতি মূল্যবান ছবি প্রদর্শন অপেক্ষাকৃত কম এবং CDও সহজপ্রাপ্য না-হওয়াটা যেমনই দুঃখজনক তেমনই ক্ষতিকারকও। অনুষ্ঠানে সম্পাদক রজত ঘোষ জানান গত Re-Union'12-এর দু'দিনের অনুষ্ঠানটি DVD-বন্দি করে সুদৃশ্য মোড়কে সদস্যদের ৫০টাকার বিনিময়ে সহজলভ্য করা হয়েছে এবং সদস্যদের তা সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেন।

চা-বিস্কুট সহ অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

খেয়া উপসমিতি

প্রধান : দীপাঞ্জন বসু ('৬৪)
যুগ্ম প্রধান : দেবদত্ত সিংহ ('৬৯)
যুগ্ম প্রধান : সুকমল ঘোষ ('৬৯)
মুদ্রণ : পীযূষ চট্টোপাধ্যায় ('৪২)
যুগ্ম আহ্বায়ক : অঙ্কন মিত্র (২০০২)
হরিশ সাধুখাঁ (২০০৯)
সংযোগকারী : সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১)

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.